টাইব্রেকার

১৯৯৪ সালে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে গোল করছেন জার্মানির ম্যাথিউস

● আহমেদ বায়েজীদ

বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম রাউন্ড শেষের পথে। দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে পরবর্তী সব পর্ব হয় নকআউট পদ্ধতিতে। নির্ধারিত সময়ে কোনো খেলা অমীমাংসিত থাকলে প্রয়োগ হয় পেনাল্টি শুটআউটের মাধ্যমে টাইব্রেকিং পদ্ধতি। টাইব্রেকার এমন এক নাম যেখানে এলে নীরব হয়ে যায় উত্তেজনাময় ফুটবলের সব উদ্দামতা, থমকে যায় স্টেডিয়ামসহ পুরো ফুটবল দুনিয়া। গোললাইন আর ১২ গজ দূরত্বের একটি বিন্দুর মধ্যে পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকে ম্যাচের ভাগ্য। মুহূর্তের সফলতা-বিফলতা কাউকে হাসায় আবার কাউকে কাঁদায়। কেউ হিরো হয় কেউবা ভিলেন। কিক নিতে যাওয়া খেলোয়াড় কিংবা প্রতিপক্ষ দলের গোলরক্ষক দুজনকেই দিতে হয় চরম পরীক্ষা। দুজনের যে কারো পারঙ্গমতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হতে পারে ইতিহাস। টাইব্রেকারকে অনেকে 'কিক অব ডেথ' বলেও সম্বোধন করে থাকেন। ফুটবল বিশ্বকাপের সঙ্গে টাইব্রেকার জড়িয়ে আছে অনেক আনন্দ-বেদনার স্মৃতি হয়ে।

১৯৯৪ বিশ্বকাপের ফাইনালে টাইব্রেকারে পেনাল্টি মিস করে বিমর্ষ ইতালির রবার্তো ব্যাজিও আর উল্লাসে মেতে ওঠে শিরোপাজয়ী ব্রাজিল

গোড়ার কথা : ১৯৭৮ সালের আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপে প্রথম প্রচলন হয় টাইব্রেকারের। অবশ্য সেবার মূলপর্বে কোনো ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ায়নি। তবে আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাই পর্বে (১৯৭৭ সালের ৯ জানুয়ারি) তিউনিসিয়া টাইব্রেকারে হারিয়েছিল মরক্কোকে। পরের বার অর্থাৎ ১৯৮২ সালের স্পেন বিশ্বকাপে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানির ম্যাচটি বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথম টাইব্রেকারে মীমাংসিত হয়। নির্ধারিত সময়ে খেলায় ৩-৩ গোলে সমতা ছিল। টাইব্রেকারে পশ্চিম জার্মানি ৫-৪ ব্যবধানে ফ্রান্সকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। ফ্রান্সের পক্ষে স্তাইলাইক তৃতীয় শট এবং ম্যাক্সিম বসিস ষষ্ঠ শটটা মিস করেন। জার্মানির পক্ষে চতুর্থ শট মিস করেন দিদিয়ের সিক্স, যার ফলে ব্যবধান দাঁড়ায় ৫-৪। জার্মানির গোলরক্ষক হারাল্ড টনি শুমাখার সেবার নায়ক বনে যান।

এ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ইতিহাসে মোট ২২টি ম্যাচ গড়িয়েছে টাইব্রেকারে। ১৯৮৬ সালের মেক্সিকো বিশ্বকাপে তিনটি কোয়ার্টার ফাইনালের নিষ্পত্তি হয়েছিল টাইব্রেকারে। সেবারও ফ্রান্সকে নামতে হয়েছিল এই পরীক্ষায়। তবে তাতে তারা উতরে যায় ভালোভাবেই। ব্রাজিলকে তারা টাইব্রেকারে হারায় ৪-৩ ব্যবধানে। ১৯৯০ বিশ্বকাপে দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই শুরু হয় টাইব্রেকার পরীক্ষা। সেবার আয়ারল্যান্ড-রোমানিয়ার ম্যাচ গোলশূন্য ড্রর পর টাইব্রেকারে ৫-৪ ব্যবধানে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র পায় আইরিশরা। একই বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের জমজমাট ম্যাচে জার্মানির কাছে ইংল্যান্ডের কপাল পোড়ে টাইব্রেকারে হেরে। স্টুয়ার্ট পিয়ার্স ও পরে ক্রিস ওয়াডেল দুজনেই কিক মিস করায় ইংল্যান্ডের আশা ভঙ্গ হয়। অন্য সেমিফাইনালেও ইতালিকে টাইব্রেকারে পরাজিত করে ম্যারাডোনার আর্জেন্টিনা। ১৯৯৪ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত সব আসরেরই দ্বিতীয় রাউন্ডের একটি করে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল টাইব্রেকারে।

১৯৮৬ বিশ্বকাপে ফ্রান্সের বিপক্ষে খেলায় টাইব্রেকারে গোল মিস করে নিজের ও ব্রাজিলের বিপর্যয় ডেকে আনেন অন্যতম সেরা ফুটবলার জিকো

এর মধ্যে ১৯৯৮-এ আর্জেন্টিনার কাছে ইংল্যান্ডের পরাজয় বিশ্বকাপ দর্শকদের অনেক দিন মনে থাকবে।

বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচ টাইব্রেকারে মীমাংসা হওয়ার ঘটনা এ পর্যন্ত দুটি। ঘটনাক্রমে দুবারই ইতালিকে এর মুখোমুখি হতে হয়। ১৯৯৪ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপে রবার্তো ব্যাজিওর কিক মিস হলে চতুর্থবার শিরোপার স্বাদ পায় ডুঙ্গার ব্রাজিল (৩-২)। ২০০৬ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে আবারো টাইব্রেকার পরীক্ষায় নামতে হয় ইতালিকে। এবার অবশ্য ফ্রান্সকে ৫-৩ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ হাসি হাসে আজ্জুরিরা।

সফলতা-ব্যর্থতার খতিয়ান : টাইব্রেকারে দল হিসেবে সবচেয়ে সফল ইউরোপিয়ান জায়ান্ট জার্মানি। চারবার এই অগ্নিপরীক্ষায় নেমে প্রতিবারই হাসিমুখে মাঠ ছেড়েছে তারা। আর সবচেয়ে ব্যর্থ দল ইংল্যান্ড। এখন পর্যন্ত তিনটি বিশ্বকাপে টাইব্রেকারে অংশ নিয়েছে ইংলিশরা। তবে একবারও জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি। আর্জেন্টিনা মোট চারবার টাইব্রেকারে অংশ নিয়ে জয়ী হয়েছে তিনবার। এর মধ্যে ১৯৯০ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে যুগোস্লাভিয়াকে ৩-২ ব্যবধানে হারানোর পর সেমিফাইনালে ইতালিকে পেছনে ফেলে ৪-৩-এ। ১৯৯৮-এ দ্বিতীয় রাউন্ডে ৪-৩ ব্যবধানে হারায় ইংল্যান্ডকে। অন্যদিকে ২০০৬-এ জার্মানির কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যায় ২-৪ ব্যবধানে। ব্রাজিল তিনবার মুখোমুখি হয় টাইব্রেকারের। প্রথমবার ১৯৮৬-র কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের কাছে ৩-৪ ব্যবধানে হারে। এরপর ১৯৯৪-এর ফাইনালে ইতালিকে (৩-২) আর ১৯৯৮-এর সেমিফাইনালে হারিয়েছিল নেদারল্যান্ডসকে (৪-২)। নেদারল্যান্ডসের জন্য সেটি বিশ্বকাপে টাইব্রেকারের একমাত্র ঘটনা।

টাইব্রেকার ভাগ্যটা মোটেও সুবিধার ছিল না ইতালির। চারবারের মধ্যে তিনবারই হারতে হয়েছে তাদের। ১৯৯০ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ৩-৪, ১৯৯৪-এর ফাইনালে ব্রাজিলের সঙ্গে ২-৩ আর ১৯৯৮-র কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে তারা হারে ৩-৪-এ। বিশ্বকাপ ইতিহাসে আর কোনো দলই টানা তিনবার বাদ পড়েনি টাইব্রেকারে হেরে। তবে ২০০৬-এর ফাইনালে এ ধারা পাল্টে তারা ঘরে তোলে শিরোপা। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন স্পেন এ যুদ্ধে তিনবারের মধ্যে দুবার পরাজিত হয়। ফ্রান্স মোট চারবার অংশ নিয়ে দুবার জেতে, দুবার হারে। ১৯৮৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলকে হারানো ফ্রান্স ২০০৬ সালের ফাইনালে এসে ইতালির কাছে পরাজিত হয় টাইব্রেকারে।

নায়ক থেকে ভিলেন : পায়ের জাদুতে ভুবন মাতানো অনেক বিখ্যাত তারকাও কাবু হয়ে গেছেন টাইব্রেকারে এসে। মিস করে পরিণত হয়েছেন দুর্ভাগ্যের প্রতীকে। দেশের মানুষকে যারা একের পর এক আনন্দের উপলক্ষ এনে দিয়েছেন, তাদের সামান্য ব্যর্থতায়ই আবার দেশ কেঁদেছে। এই তালিকায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত তারকা ইতালির রবার্তো ব্যাজিও। ১৯৯৪ বিশ্বকাপের ফাইনালে ব্যাজিও পোস্টের বাইরে দিয়ে উড়িয়ে মারলে শিরোপাবঞ্চিত হয় ফেভারিট ইতালি। অথচ সেই বিশ্বকাপে ইতালিকে ফাইনালে তুলতে ৫টি গোলসহ তার ভূমিকা ছিল অদ্বিতীয়। তাছাড়া পরিসংখ্যান বলে ২২ বছরের ক্যারিয়ারে ৯১টি পেনাল্টির ৭৬টিই লক্ষ্যভেদ করেছেন রবার্তো ব্যাজিও।

গ্রেটদের এই 'কালো তালিকায়' আছে আরো বড় বড় নাম। ব্রাজিলের সর্বকালের অন্যতম সেরা তারকা সক্রেটিস এবং জিকো রয়েছেন সেই তালিকায় ওপরের দিকে। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে ফ্রান্সের বিপক্ষে টাইব্রেকারে কিক মিস করেন তারা দুজনই। একই ম্যাচে কিক মিস করেছিলেন ফরাসি মহানায়ক মিশেল প্লাতিনিও। তবে সতীর্থদের সফলতার কারণে তার মিস দলের পরাজয়ের কারণ হয়নি। ৪-৩ ব্যবধানে ব্রাজিলকে হারায় ফ্রান্স। তালিকায় আছে আর্জেন্টাইন ফুটবল ঈশ্বর ডিয়াগো ম্যারাডোনার নামও। ১৯৯০ বিশ্বকাপে ম্যারাডোনা কোয়ার্টার ফাইনালে

যুগোস্লাভিয়ার বিপক্ষে টাইব্রেকার মিস করেছিলেন। আর্জেন্টিনার জয়ের পথে অবশ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি ম্যারাডোনার সেই মিস। একই বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ইতালির খলনায়ক ছিলেন রবার্তো ডোনাডুনি। যার ফলে ইতালিকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে যায় আর্জেন্টিনা।

স্নায়ুর খেলা : অনেকেই বলেন টাইব্রেকার শুধু পায়ের খেলাই নয়, এটি স্নায়ুরও খেলা। প্রচণ্ড চাপের মাঝেও মাথা ঠিক রেখে লক্ষ্যভেদ করার জন্য চাই মানসিক দৃঢ়তা। ১৯৯৪ বিশ্বকাপের ফাইনালে ইতালির বিপক্ষে জয়সূচক কিকটি নেয়ার পর ব্রাজিল দলপতি ডুঙ্গা বলেন, 'ব্রাজিলিয়ানরা পেনাল্টিকে এতই গুরুত্ব দেয় যে তাদের মতে কেবল প্রেসিডেন্টকেই এই শট নিতে পাঠানো উচিত।'

আর এই চাপের ব্যাপারটা ইতালিয়ান সুপার স্টার রবার্তো ব্যাজিওর চেয়ে আর কেইবা ভালো বুঝবে। এক সাক্ষাৎকারে ১৯৯৪ সালের ফাইনালের কথা স্মরণ করে বলেন, 'আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে মুহূর্ত, এখনো মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন হয়ে আসে সেটা। যদি পারতাম জীবন থেকে মুছে দিতাম ঘটনাটা।'

১৯৯০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে জার্মানির বিপক্ষে টাইব্রেকারে কিক মিস করা ইংলিশ ফুটবলার স্টুয়ার্ট সেই সময়ের কথা মনে করে বলেন, 'মনে হচ্ছিল আমার গোটা পৃথিবীটাই ভেঙে পড়েছে। মাঝ বৃত্তে ফিরে আসার সময় চোখ ফেটে কান্না আসছিল।' অজ্ঞাত এক গোলরক্ষকের একটি কথা ফুটবল বিশ্বে বহুল প্রচলিত। তিনি নাকি বলেছিলেন, 'পেনাল্টি বাঁচাতে গোলপোস্টের নিচে দাঁড়ালে মনে হয় জন্ম কিংবা মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আছি।'

টাইব্রেকার নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই, হয়েছে গবেষণাও। তেমনি এক গবেষণায় দেখা গেছে, শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষেত্রে আগে শট নেয়া দলগুলো জিতেছে। গবেষণা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান অসলোর নরওয়েজিয়ান স্কুল অব স্পোর্টের সহযোগী অধ্যাপক জিয়ের দরদেত বলেন, 'পেনাল্টি শুটআউট একটা মনস্তাত্ত্বিক খেলা। এখানে দক্ষতা বা স্কিলের চেয়ে চাপের মুখে খেলোয়াড়রা কতটা নিজেদের ধরে রাখতে পারেন সেটাই মুখ্য।' দরদেত তার গবেষণায় দেখিয়েছেন ইতালি, স্পেন আর নেদারল্যান্ডসের তারকা খেলোয়াড়রা এই জায়গায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

বিচিত্র টাইব্রেকার : টাইব্রেকার নিয়ে আনন্দ-বেদনার গল্প যেমন আছে, তেমনি আছে কিছু বিচিত্র ঘটনাও। ২০০৬ বিশ্বকাপে ইউক্রেনের কাছে হারার পাশাপাশি সেবার অগৌরবের একটা রেকর্ডও গড়ে সুইজারল্যান্ড। নিজেদের নেয়া টানা তিনটি শটের প্রতিটিই মিস করে তারা । আর সেই কীর্তির(!) তিন নায়ক হলেন স্টেলার, বারনেতা ও ক্যাবানেস। বিশ্বকাপে এমন ঘটনা ঘটেনি আর কখনই। বিশ্বকাপ আসরের বাইরেও আছে এমন ঘটনা। ২০০৪ সালের কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালের টাইব্রেকারে চারটি শটের একটিও জালে জড়াতে পারেননি ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা। এ টাইব্রেকার মিস করা সেই চারজন হলেন ফ্রেড, এলানো, থিয়াগো সিলভা ও আন্দ্রে সান্তোস। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ও আটবারের কোপাজয়ীদের জন্য নিঃসন্দেহে টাইব্রেকারে জঘন্যতম পারফরম্যান্স ছিল এটা। বড় কোনো আসরে টানা চারটি শট মিস করার রেকর্ডও এটি।

ক্লাব ফুটবলে ১৯৮৫-৮৬-র চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে স্টুয়া বুখারেস্টের বিপক্ষে বার্সেলোনা অবশ্য মিস করেছিল টানা চারটি শট। সেবার গোল করতে পারেননি বার্সার আলেসান্কো, পেদরাজা, আলোনসো ও মার্কোস। ■

জেনে নিন

- ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বরে এক ম্যাচে ওলভহার্মটন ওয়ান্ডারার্সের জন হিথ ফুটবল ইতিহাসে প্রথম পেনাল্টি নিয়েছিলেন একরিংটন স্ট্যানলির বিপক্ষে। গুরুতর ফাউল ঠেকাতেই ফুটবলে পেনাল্টির সংযুক্তি। পরবর্তী সময়ে এই পেনাল্টিকেই টাইব্রেকার হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়।
- কোনো আন্তর্জাতিক আসরে প্রথমবারের মতো কোনো খেলার টাইব্রেকারে নিষ্পত্তি হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। সেবারের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে চেকোস্লোভাকিয়া ৫-৩ ব্যবধানে হারিয়েছিল পশ্চিম জার্মানিকে। ঐতিহাসিক প্রথম শটটা ঠিকমতোই জালে পাঠিয়েছিলেন চেকোস্লোভাকিয়ার মারিয়ান ম্যাসনি।
- এ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ইতিহাসে মোট ৮টি বিশ্বকাপের ২২টি ম্যাচ গড়িয়েছে টাইব্রেকারে। কিক হয়েছে প্রায় ২০০টি। এর মধ্যে মিস হয়েছে শতকরা ৩০ ভাগ।
- বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথম টাইব্রেকারে গোল করতে ব্যর্থ হন জার্মানির উলি স্টিলাইক। ১৯৮২ সালে স্পেন বিশ্বকাপের ঘটনা সেটি। তবে এরপর আর জার্মানির কেউ টাইব্রেকারে গোল মিস করেননি।
- ইংলিশরা বিশ্বকাপে মোট ১৪টি টাইব্রেকার কিক নিয়েছে, যার মধ্যে ৭টিতেই ব্যর্থ হয়েছে।
- মেয়েদের বিশ্বকাপেও দুটি ফাইনালে শিরোপার নিষ্পত্তি হয়েছে টাইব্রেকারে। ভিন্ন ভূমিকায় দুবারই এই ঘটনার সাক্ষী যুক্তরাষ্ট্র। এই জায়গায় তারা পুরুষদের বিশ্বকাপে ইতালির মতো একই অবস্থানে। ১৯৯৯ মেয়েদের বিশ্বকাপ ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্র ৫-৪ ব্যবধানে হারায় চীনকে। তবে এশিয়ারই আরেক দল জাপানের বিপক্ষে গত বিশ্বকাপের ফাইনালে হেরে যায় ১-৩-এ।